যুগান্তর

তারিখ 6 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

এবার জাবি ভিসির আরও একটি অডিও ফাঁস

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগকে লাঠি নিয়ে অবস্থান নিতে বলার অডিও ফাঁস হওয়ার একদিন পর ১২ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিহত শিক্ষার্থী আবদুল মালেককে এবং সে সময় আবদুল মালেকের আবাসিক হলের প্রোভোস্ট অধ্যাপক ড. মোঃ উদ্দিনকে শিবির বলার অডিও রেকর্ড ফাঁস হয়েছে। অডিওটি থেকে জানা যায়, ১২ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনের অবহেলায় আবদুল মালেক নিহত হওয়ার অভিযোগে কিছু শিক্ষার্থী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেলে, ভিসির অফিস ও বাসভবন বিভিন্ন শিক্ষকদের বাসায় ভাঙচুরের ঘটনার প্রেক্ষাপটে ভিসি নিহত আবদুল মালেক ও অধ্যাপক ড. মোঃ উদ্দিনকে শিবির বলে আখ্যা দেন। একজন ভিসির এমন বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত তার পদত্যাগের দাবিতে জোরালো আন্দোলন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মতের শিক্ষকরা এক হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। রোববার ভিসি তার অবস্থান জানাতে এবং শিক্ষক সমিতি তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছে। এদিকে শনিবার শিক্ষক সমিতির বেঁধে দেয়া ২৪ ঘণ্টা পার হলেও ভিসি পদত্যাগ করেননি। অন্যদিকে আন্দোলনের পরবর্তী কঠোর কর্মসূচি দেয়ার জন্য মঙ্গলবার শিক্ষক সমিতি জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করেছে। শিক্ষকদের ২৭ এপ্রিল থেকে লাগাতার কর্মবিরতি এখনও অব্যাহত রয়েছে।

রোববার সকাল ১১টায় প্রশাসনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগের আলটিমেটামের বিষয়টি অস্বীকার করে ভিসি বলেন, আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ভিসি, তাই আমি এমনিতেই পদত্যাগ করব না। তবে বেশিরভাগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যদি চান তবে তিনি পদত্যাগ করবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের জানান।

অন্যদিকে ভিসির সংবাদ সম্মেলনের পরই শিক্ষক সমিতির সংবাদ সম্মেলনে সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন বলেন, ১৯৮৯ সালে শিবির কর্তৃক কবির হত্যার পর জাবি ক্যাম্পাস থেকে শিবির তাড়ানো হয়। এরপর এখানে আর কোন শিবির নেই। যে ব্যক্তি অগোচরে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র লেলিয়ে দেয়, বারবার মিথ্যা কথা বলে, যখন তখন যাকে তাকে শিবির বলে আখ্যায়িত করে তার ভিসি থাকার আর কোন অধিকার নেই। এ সময় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মোজাম্মেল হক বলেন, যত তাড়াতাড়ি আমরা এই মিথ্যাবাদী ভিসিকে তাড়াতে পারব তত দ্রুত ক্লাসে ফিরতে পারব।